যুগান্তর

তারিখ 28 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৭

গলাচিপায় ডোনেশনে শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের আশঙ্কা

গলাচিপা প্রতিনিধি

গলাচিপার কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে ডোনেশনের মাধ্যমে। এতে স্বার্থান্বেষী মহল লাভবান হলেও যোগ্য মেধাবী প্রার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারছে না। ফলে সচেতন মহল স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসার আশংকা করছে। গলাচিপা উপজেলায় বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৯৫টি। এর মধ্যে ৯টি কলেজ, ৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাখিল আলিম ও কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। গত তিন বছরে এসব প্রতিষ্ঠানে দু'শতাধিক শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এসব শিক্ষক-কর্মচারীর অধিকাংশের নিয়োগ হয়েছে অবৈধ পথে। মেধা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য নামমাত্র পরীক্ষা নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত প্রার্থীকেই নিয়োগ দেয়া হয়। এমনকি মধ্য রাতেও বাছাই পরীক্ষা নেয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে গত বছর গলাচিপা সদরের একটি দাখিল মাদ্রাসার বাছাই পরীক্ষায়। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে প্রতিষ্ঠানের নামে মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকা প্রদানকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অপেক্ষাকৃত নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষক নিয়োগে ৬০/৭০ হাজার টাকা নেয়া হয়। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে দর উঠেছে ২৫/৩০ হাজার টাকা। কালিকাপুর নুরিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ বহু পুরানো। অধ্যক্ষ নিয়োগে কেলেংকারির ঘটনা ঘটেছে কয়েকবার। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে হরহামেশাই অনিয়ম হয় বলে স্থানীয় লোকজন জানান। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের বিরুদ্ধে কালিকাপুরের বাসিন্দারা গলাচিপা সদরে কয়েকবার বিক্ষোভ মিছিল করলেও কোন প্রতিকার হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্য প্রার্থী থাকলেও টাকার জোরের কারণে অন্য বিষয়ের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত বছর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়। এ নিয়োগে সর্বনিম্ন দর উঠেছিল ১ লাখ টাকা। শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান জেলা ও বিভাগীয় শহরের নামসর্বস্ব আন্ডার গ্রাউন্ড পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরা যাতে আবেদন না করতে পারে এজন্য এ পথ অবলম্বন করা হয় বলে ভুক্তভোগীরা জানান।